"সবৈ" এই অব্যয়টী এবার্থে (অর্থাৎ অন্যব্যাবৃত্তি অর্থে) প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরে "স্বনুষ্ঠিস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং" অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠীত ধর্ম্মের মুখ্যফল হরিসন্তোষ—এই বক্ষ্যমাণ রীত্যনুসারে শ্রীহরি-সন্তোষার্থেই যে ধর্ম্মটীর অনুষ্ঠান করা হয়, সে ধর্ম্মটী পর অর্থাৎ নিখিল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্লোকস্থ পরধর্ম্মের অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র ঐহিক পারলৌকিক-বাসনাশূন্য হওয়ারূপ নিবৃত্তিমাত্র লক্ষণধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে; যেহেতু ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ মূলদোষ হইতে নিবৃত্তিমাত্র লক্ষণধর্ম্মের কোনও পার্থক্য নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎসাম্মুখ্য না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিষয়ভোগীর ও বিষয়ত্যাগীর কোনই ভেদ নাই; যেহেতু দুইই মায়াধিকারে পতিত। শ্রীদেবর্ষি নারদ শ্রীলব্যাসমহাশয়কে "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং" ইত্যাদি শ্লোকে "কুতঃ পুনঃ শশদভমাশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্মং যদপ্যকারণম্" অর্থাৎ নিরুপাধিজ্ঞানও হরিভক্তি বিবর্জ্জিত হইলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ করে না। তাহা হইলে সাধ্য ও সাধনকালে দুঃখময় নিষ্কাম কর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্ম যে শোভা পায় না, তাহার আর কথা কি?—এইরূপ বলিলেন। অতএব "অতঃপুংভির্দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বিষ্ণুসন্তোষই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাফল্যরূপে উল্লেখিত করিবেন, সেইজন্য সেই হরিকথাতে রুচিই ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ—এইরূপ ধর্ম্মের ফলরূপে হরিকথা রুচিই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল—এইরূপ উল্লেখ করাতে ভগবদর্পিত ধর্ম্ম হইতেও হরিভক্তির পার্থক্য দেখান হইয়াছে। সেই ভক্তির স্বরূপভূত গুণ বলিতেছেন—অহৈতুকী অর্থাৎ ফলান্তর অনুসন্ধান রহিতা। যেহেতু ভক্তি নিজেই সুখরূপা, অতএব অন্য ফলানুসন্ধান করিতে পারেন না। যেহেতু জীবমাত্রই যে সুখ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, ভক্তি নিজেই সেই সুখরূপিণী। অপ্রতিহতা কোনও বাধা এই ভক্তিটীকে বাধিতা করিতে পারে না; যেহেতুক বাধকপদার্থ একটী সুখ, অপরটী দুঃখ। যে বস্তুটী আশ্রয় করিয়া থাকা যায়, তাহা হইতে যদি অধিক সুখের জিনিষ কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিজ অবলম্বনের প্রতি শৈথিল্য আসিতে পারে; অথবা যে বস্তুটী আশ্রয় করিয়াছি, সেই বস্তুটী হারাইলে যে দুঃখ, তাহা হইতে যদি কিছু অধিক দুঃখের জিনিষ থাকে, তাহা হইলেও নিজ অবলম্বনের প্রতি শৈথিল্য আসিতে পারে। ভক্তি অনুষ্ঠানে সেই দুইটী বাধারই অভাব রহিয়াছে; যেহেতু ভক্তি করার মত সুখ নাই, ভক্তি না করার মত দুঃখও নাই।

সেই রুচিলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হইলে রুচি দ্বারাই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-